শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী

চক্রতীর্থ ১

প্রতি রবিবার সমুদ্রতটে কেন ছুটে যাই জানো?
ঝিনুক কুড়োতে নয়
ঢেউয়ের আঁচলে আঁতুড়ঘর বুনতে নয়
লতানো গাছের অক্ষরবৃত্তে তোমার দস্তখত খুঁজতে নয়

প্রতি রবিবার আমি আটান্ন নালাপার হতে চাই কেন জানো?
ভোরের আলোর প্রতি আমার আর কোনও বাড়তি মায়ারং নেই
নেই নিশিযাপনের প্রতি কোনও বেড়ে ওঠা সহানুভূতিও
আমি খানিকটা মাটিতে মিশে যাব খানিক আগুনে

চক্রতীর্থে আমার সোনার গৌরাঙ্গ কোনও অষ্টধাতুনির্মিত নয়
তার প্রতিটি বাজুবন্ধ চুরি হয়ে গেছে
তার গরুড়স্তম্ভে আমার দশাশ্বমেধ আঁকা আছে
আমি খানিকটা ঘুম চাই শুধু

চক্রতীর্থ ২

আমাকে কবি মনে করল না কেউ
আমিও কারোকে আজকাল কবি মনে করতে পারি না
কবি যশোর রোডের পাশের আলকুশিপাতার রৌদ্রকণায় খেলা করে
নয়ানজুলি আর রেললাইনের লুকোচুরি কবির বসত
তেমন কবি আজ আর কোথায়
যে আমার জন্য জংশন স্টেশনে মাঝরাতে কোরামিন এনে দেবে
যাঁরা ছিলেন তাঁরা আজও আছেন
অথচ কুয়াশা তাদের ক্রমশ ঢেকে দিচ্ছে
আর ক্লীবের মতো আমি সেই কুয়াশায় অসহায়
কারণ আমার ভিতরের ভাইকিং কবি
ক্রমশ মরে যাচ্ছে

চক্রতীর্থ ৩

ঠিক মৃত্যুর আগে আমি একপশলা বৃষ্টি চাইব
গ্রামোফোনে বাজবে কমলা ঝরিয়ার গান
আমি কেমায় ডুবে যাবার আগে কেউ আমার কানে কানে ফিসফিস
করে বলবে
আলোকদার সেই কবিতার লাইনগুলো
প্রতি চৌমাথায় আমি অদৃশ্য ঈশ্বর দেখতে পাব
বিচিত্রপুরের মতো জঙ্গলে হারিয়ে যাব
হোটেলে চেক ইন করব আবার পরিচিতিপত্র ছাড়াই
'রোকো না ডাগর মেরো শাম'
আমাকে ফিরতে হবে অনকল নাইট ডিউটি আর
দিনযাপনের প্রোটোকলে

চক্রতীর্থ ৪

এই ঘূর্ণাবর্তের পর চৈতল বটতলায় আর একবার দেখা করো
আমি ততদিনে খানিকটা স্নান সেরে নেব
খানিকটা ফুলের সাজ খানিক আবিরখেলা
খানিকটা বেণুবনের আলোআঁধারি
খানিকটা স্বর্গোদ্বারের চিতায় কবির ভস্মাবতার দেখব
তার প্রতিটা কবিতার পঙ্‌ক্তি আগুনের ফুলকির মতো
শীতল হিমশীতল
সমুদ্রতরঙ্গের মতো অনন্তযামিনীর মতো
শেষ হবার মতো নয়